যিকির ও আযকারের বরকত সমূহ

26-December-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **দয়ালু আল্লাহ** তার প্রতি দশটি (১০) রহমত অবতীর্ণ করে এবং একজন ফিরিশতা সেই দরূদ শরীফকে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিতে নিযুক্ত থাকে।

(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, দরূদে পাক কিরূপ উত্তম ওযীফা যে, আমাদের দরূদ ও সালাম আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবন করে থাকেন। সুতরাং বিশেষকরে দুঃখী, পেরেশানগ্রস্থ, বিপদে লিপ্ত লোকেদের, অসুস্থদের, মক্কা শরীফ ও মদীনায়ে পাকে হাজিরীর আগ্রহীদের উচিৎ যে, তারা উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বদা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে বরং তা নিজের ওযীফা বানিয়ে নেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দরূদে পাকের ফযিলত সম্বলিত অসংখ্য কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ওলামায়ে কিরামও এর ফযিলত, উপকারীতা এবং বরকত সমূহ বর্ণনা করে থাকেন। আসুন! আরো কিছু শ্রবন করি যে, দরূদে পাক অধিকহারে পাঠকারী সৌভাগ্যবান মুসলমানের কিরূপ বরকত নসীব হয়।

"তাফসীরে সীরাতুল জিনান" ৮ম খন্ডের ৮১নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (১) যে সৌভাগ্যবান **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তার প্রতি **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং দরূদ প্রেরণ করে। (২) দরূদ শরীফ গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (৩) দরূদ শরীফের মাধ্যমে আমল পবিত্র হয়ে যায়। (৪) দরূদ শরীফ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (৫) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (৬) দরূদ প্রেরণকারীর জন্য দরূদ স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৭) তার আমলনামায় এক কিরাত (আরবের একটি পাল্লার নাম, যা দ্বারা ওজন করা

হতো) প্রতিদান ও সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়, যা উহুদ পাহাড় সমান হয়ে থাকে। (৮) দরূদ পাঠকারীকে সাওয়াব পুরোপুরি ওজনে প্রদান করা হবে। (৯) দরূদ শরীফ সেই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, যে নিজের অযীফার পরিপূর্ণ সময় দরূদ শরীফ পাঠ করাতে অতিবাহিত করে। (১০) বিপদ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে যায়। (১১) তার দরূদে পাকের সাক্ষ্য **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিবেন। (১২) তার জন্য শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (১৩) দরূদে পাক দ্বারা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি এবং তাঁর দয়া অর্জিত হয়। (১৪) **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। (১৫) আরশের ছায়ায় জায়গা লাভ হবে। (১৬) মিযানে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। (১৭) হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ অর্জিত হবে। (১৮) কিয়ামতের পিপাসা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। (১৯) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (২০) পুলসিরাতে চলা সহজ হয়ে যাবে। (২১) মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে স্থান দেখে নিবে। (২২) জান্নাতে অসংখ্য স্ত্রী পাবে। (২৩) দরূদ শরীফ পাঠকারী বিশটি জিহাদেরও বেশি সাওয়াব পাবে। (২৪) দরূদ শরীফ গরীবদের জন্য সদকা করার সমতুল্য হবে। (২৫) এটা পুরোপুরি পবিত্রতা। (২৬) দরূদ শরীফ পাঠ করাতে সম্পদে বরকত হয়। (২৭) এর কারণে একশত বরং এরচেয়েও বেশি চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। (২৮) এটি একটি ইবাদত। (২৯) দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকে**র নিকট পছন্দনিয় আমল। (৩০) দরূদ শরীফ হলো মাহফিলের সৌন্দর্য। (৩১) দরূদ শরীফের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূর হয়। (৩২) জীবনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। (৩৩) এর মাধ্যমে কল্যাণের স্থান অনুসন্ধান করা হয়। (৩৪) দরূদ শরীফ পাঠকারী কিয়ামতের দিন সকল মানুষের মধ্যে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধিক নিকটবর্তী হবে। (৩৫) দরূদ শরীফ দ্বারা দরূদ পাঠকারী স্বয়ং, তার সন্তান, নাতি উপকৃত হবে। (৩৬) তারাও উপকৃত হবে, যাদের জন্য সাওয়াব প্রেরণ করা হয়েছে। (৩৭) **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হবে। (৩৮) এই দরূদ একটি নূর, এর মাধ্যমে শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হয়ে যায়। (৩৯) মুনাফিকি এবং জংগ থেকে অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। (৪০) দরূদ শরীফ পাঠকারীকে মানুষ ভালবাসে। (৪১) স্বপ্নে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হবে। (৪২) দরূদ শরীফ পাঠকারী মানুষের গীবত করা

থেকে নিরাপদ থাকে। (৪৩) দরূদ শরীফ সমস্ত আমলের চেয়ে অধিক বরকতময় এবং উত্তম। (৪৪) দরূদ শরীফ দ্বীন ও দুনিয়ায় অধিক উপকারী এবং এছাড়াও এই অযীফায় জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য অনেক বেশি সাওয়াব রয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আমিন (সীরাতুল জিনান, ৮/৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কোরআনে করীম দ্বারাও অযীফার প্রমাণ শ্রবণ করি। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর অন্ধকাররাশির মধ্যে ডাকলো, 'কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

হযরত সাআদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) মাছে পেটে যখন দোয়া করলেন তখন এই বাক্য বলেছিলেন "لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" যে মুসলমান এই বাক্য দ্বারা কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করবে তবে **আল্লাহ পাক** তা কবুল করে নিবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৮১নং অধ্যায়, ৫/৩০২, হাদীস-৫৩১৬)

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে ছিলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে বলবো! যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ বা দুনিয়াবী বালা হতে কোন বালা অবতীর্ণ হয় এবং সে এর মাধ্যমে দোয়া করলে তবে তার বিপদ ও বালা দূর হয়ে যায়।" **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো: কেন নয়! ইরশাদ করলেন: "(তা হলো) হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দোয়া "لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ"।

(মুস্তাদরিক, ২/১৮৩, হাদীস- ১৯০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অযীফার আরো কিছু বরকত শ্রবন করি:

অযীফার বরকতে শিখল ভেঙ্গে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত মালিক আশজায়ী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমার ছেলে শত্রুর হাতে বন্দী! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার ছেলের নিকট এই বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অধিকহারে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শত্রুরা শিখল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো, কিন্তু এই অযীফার বরকতে তার শিখল ভেঙ্গে গেলো, তিনি শত্রুর বন্দীশালা থেকে বের হয়ে তাদের একটি উটের উপর আরোহন করে চলতে শুরু করলেন। পথে একটি চারণভুমিতে শত্রুদের পশু চরছিলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাদের ডাক দিলে তখন সবই দৌঁড়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। যখন তিনি ঘরে পৌঁছলেন তখন দরজায় এসে তার পিতামাতাকে ডাক দিলেন, তার পিতামাতা খুশি হয়ে গেলো এবং আশ্চার্যও হলো যে, আউফ তো বন্দীশালায় ছিলো, এখানে কিভাবে এলো? যাই হোক যখন তার পিতামাতা এবং তাদের খাদিম দরজার দিকে আসলো তখন দেখলো যে, হযরত সায়্যিদুনা আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে অনেক উট বিদ্যমান, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার পিতামাতাকে নিজের এবং উটের সম্পর্কে বললেন। তার সম্মানিত পিতা তাঁকে বললেন: দাঁড়াও! আমি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই উটের সম্পর্কে জিজ্ঞানা করে নিই (যে, এই উট আমাদের জন্য হালাল কিনা?) সুতরাং তাঁর সম্মানিত পিতা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন: এই উটগুলো তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো (অর্থাৎ এই উটগুলো তোমাদের জন্য হালাল)।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২৭তম পারা, সূরা তালাক, ২ ও ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ! আপনারা শুনলেন যে, অযীফার কিরূপ বরকত প্রকাশিত হয়ে থাকে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শত্রুর বন্দীশালায় অবস্থান করে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদানকৃত অযীফাকে অধিকহারে পাঠ করলো তখন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো, শিখল আপনাআপনিই ভেঙ্গে গেলো, বন্দীশালা থেকে মুক্তি নসীব হয়ে গেলো, তাঁর কারামতে উটের পাল তাঁর আওয়াজ শুনে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো এবং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** রহমত এবং **তাঁর** দয়ার দৃশ্য অবলোকন করার পর আনন্দচিত্তে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে অনেক সুগন্ধময় মাদানী ফুল তার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে যেমনিভাবে لَا حَوْل শরীফের গুরুত্ব ও ফযিলতও জানা গেলো যে, এটি একটি এমন শাক্তিশালী (Powerfull) অযীফা, যা বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য অনেক উপকারী, সুতরাং যখনই কোন বিপদ বা অসুস্থতা আসে, যেমন; মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে, প্রাণের বা সম্পদের ক্ষতি হয়ে গেলে, গাড়ি, মালামাল বা টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেলে, ঘর, দোকান বা অফিসে আগুন লেগে গেলে, অন্যায় বা প্রতারনার শিকার হয়ে গেলে, শত্রুর ভীতি শান্তি কেড়ে নিলে, অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে, অন্যায়ভাবে কোন মামলায় ফেঁসে গেলে, কোন দূর্ঘটনার শিকার হলে, যে সমস্ত মানুষ থেকে ঋণ নিয়েছিলো তারা ঋণ শোধ করার জন্য চাপ দিলে, তুফান, বন্যা বা ভুমিকম্প হলে, ঘরে কোন অসুস্থতা হলে তবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অধিকহারে পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله উপকৃত হবেন এবং উপকৃত হবেনা বা কেন, কেননা স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক মুখে لَا حَوْل শরীফের ফয়িলত এবং এর বরকত বর্ণনা করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পাঠ করো, কেননা এটি জান্নাতের ধনভান্ডারের মধ্যে একটি ধনভান্ডার। (মুসলিম, ১১১২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭০৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্য থেকে একটি দরজা সম্পর্কে বললো না? আরয করা হলো: তা কি? ইরশাদ করলেন: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ। (মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১১৮, হাদীস- ১৬৮৯৭)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করলো তবে তা (তার জন্য) নিরানব্বইটি (৯৯) রোগের ঔষধ স্বরূপ, এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হলো চিন্তা ও দুঃখ। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়া, ২/২৯১, নম্বর- ২৪৪৮)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: হে আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ)! আমি কি তোমাকে এমন বাক্য বলবো না, যা তুমি বিপদের সময় পাঠ করবে। আরয করলেন: অবশ্যই ইরশাদ করুন! আপনার প্রতি আমার প্রাণ কুরবান! সর্ব প্রকার কল্যাণের বিষয়গুলো আমি **আপনার** নিকটই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: যখন তুমি কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তখন এভাবে পাঠ করো: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" অতএব **আল্লাহ পাক** এর বরকতে যে সমস্ত বিপদ আপদকে ইচ্ছা করেন, দূর করে দিবেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি, ১২০ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও ওলামায়ে কিরামরাও لَا حَوْل শরীফের বরকত সমূহ বর্ণনা করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সূফীয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام) বলেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একুশবার لَا حَوْل শরীফ (অর্থাৎ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ) পাঠ করে পানিতে দম করে পান করে নিবে তবে اِنْ شَآءَ الله শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৮৭)

সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া** এর ১২ পৃষ্ঠায় **সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা** বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত সময়কে **"সকাল"** বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সকালে পাঠ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যোহরের সময় শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে **"সন্ধ্যা"** বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। (শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া, ১২ পৃষ্ঠা)

আসুন! **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২৩তম খন্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠা থেকে অযীফা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানগর্ব পয়েন্ট শ্রবন করি:

১. যখনই কোন অযীফা পাঠ করা হবে তখন তা যেনো কোন জায়িয কাজ পূর্ণ করার জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে বিনম্র হওয়ার মাধ্যম হয়। তাছাড়া অযীফা পাঠকারী অযীফাকে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে ওসীলা বানাবে এবং সাওয়াবের নিয়্যতে অযীফা পাঠ করবে।

২. এই নিয়্যত সহকারে অযীফা মসজিদেও করা যেতে পারে।

৩. যদি অযীফা এই নিয়্যতে পাঠ করা হয় যে, আমার কাজ হয়ে যাক তবুও জায়িয তো রয়েছে, কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং এরূপ অযীফা মসজিদে না পড়াই উত্তম।

৪. এটা কিভাবে জানা যাবে যে, অযীফা সাওয়াব ও দোয়া মনে করে পাঠ করছে নাকি নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য করছে? এর একটি নিদর্শন হলো যে, যদি অযীফা পাঠ করার পরও উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে অযীফা পাঠ করাই ছেড়ে দিলো অথবা এই অযীফা নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য ছিলো, কেননা যদি দোয়া ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করতো তবে অব্যাহত রাখতো।

৫. অযীফা জায়িয কাজের জন্য হওয়া চাই। যদি নাজায়িয কাজের জন্য হয় যেমন; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়ার জন্য হয় তবে এরূপ অযীফা করা হারাম।

৬. অযীফা যদি কোন জায়িয কাজের জন্যই হয়, কিন্তু নাজায়িয পদ্ধতিতে হয় যেমন; নিম্নস্তরের জ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে তবুও হারাম। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮৯)**

7. صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন সোজা কোন ডাক্তার বা হাকিমের নিকট যায়, সেই ডাক্তার বা হাকিম রোগীর অবস্থা অনুযায়ী তাকে কিছু বিষয় মেনে চলতে বলে, যেমন; সাধারন খাবার খেতে বলে এবং বলে: যদি মেনে চলো তবেই এই ঔষধ কাজ করবে,মেনে চললে দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে, যদি মেনে না চলো তবে টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এখন রোগী যদি

তার পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সময় মতো খায় এবং নিয়মিত কথা মেনেও চলে তবে اِنْ شَآءَ الله সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু যদি সে ঔষধ সময় মতো না খায়, নিষেধ করা খাবার অধিক পরিমানে খায়, তার মনে এরূপ খেয়াল চাপে যে, জানিনা ঔষধ কাজ করবে কিনা, জানিনা আমি সুস্থ হবো কিনা, এর দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না তো? তবে নিশ্চয় এই ব্যক্তি অনেক বড় মূর্খ। অনুরূপভাবে অযীফার ব্যাপার হলো যে, যদি কোন ব্যক্তি অযীফার মূলনীতি গুলো না মানে, যে সকল কাজ করা উচিৎ, তা না করে এবং যা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, তা করে, তার মনে এরূপ খেয়াল আসতে থাকে যে, জানিনা এই অযীফা পাঠ করাতে আমার রোগ দূর হবে কিনা, অযীফা পাঠ করাতে রোজগারে বরকত হবে কিনা, অযীফা পাঠ করাতে মাথা খারাপ তো হয়ে যাবে না, অযীফা পাঠ করাতে উল্টো আমার কোন ক্ষতি হবে না তো ইত্যাদি, তবে এরূপ ব্যক্তি নিজের লক্ষ্যে কখনো সফল হতে পারে না এবং তার অযীফা দ্বারা কোন উপকার হবে না। আর এর বিপরীতে অযীফাকে শর্ত সাপেক্ষে ও আদব সহকারে পাঠকারী পরিপূর্ণ উপকৃত হয়ে থাকে।

অযীফা পাঠের প্রয়োজনিয় আদব

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাতি জেওর"** এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: মনে রেখো! যেমনিভাবে গাছ গাছালি ও সকল ঔষধের প্রভাব তখনই প্রকাশ পায় যখন তা এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যা তার ব্যবহার করার পদ্ধতি, অনুরূপভাবে বিভিন্ন আমল ও তাবীযেরও কিছু শর্ত রয়েছে, কিছু ব্যবস্থা ও কিছু উপকরণ রয়েছে, যতক্ষণ এই বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা হবে না, কোন আমলের প্রভাব প্রকাশ পাবে না এবং বরকত অর্জিত হবে না, এই শর্তগুলোর মধ্যে সাতটি (৭) খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই জরুরী, যা ছাড়া কোরআনী আমলের প্রভাবের আশা করা বোকামি। সেই শর্তগুলো হলো:

আমল ও ঔষধের সাতটি শর্তাবলী

(১) হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাবার থেকে বিরত থাকা। (২) সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকা। (৩) নিয়্যত বিশুদ্ধ এবং পবিত্র রাখা, প্রত্যেক নেকীই **আল্লাহ পাকের** জন্যই করা। (৪) শরীয়তের আহকামের প্রতি

পুরোপুরি অনুসরন করা। (৫) **আল্লাহ পাকের** দ্বীনে স্তম্ভসমূহ যেমন; কোরআন, কাবা, নবী, নামায ইত্যাদির সম্মান করা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সর্বদা আদব ও সম্মান করা। (৬) যে অযীফাই পাঠ করবে তা পরিপুর্ণ মনযোগ সহকারে পাঠ করা। (৭) যে আমল এবং অযীফা পাঠ করবে, তার প্রভাবের প্রতি পুরোপুরি নিশ্চত ও বিশ্বাস রাখা। যদি সন্দেহ থাকে তবে আমল বা অযীফার কোন প্রভাব থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় অযীফার ফযিলত ও বরকত শুনে পাঠ করার মানসিকতা তো সৃষ্টি হয়, কিন্তু এর উপর অটলতা লাভ করতে পারিনা, এই দু'টি মূল কারণ থাকতে পারে, একটি হলো, সম্ভবত বিশুদ্ধ পাঠ করতে জানিনা, যার কারণে আমরা অযীফা পাঠ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই, এই দূর্বলতাকে দূর করা উচিৎ, আমরা কোরআনে করীম বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করা শিখে নিই, এর বরকতে অযীফা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কোরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়, প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশের অধিনে দেশ বিদেশে হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মসজিদ, মার্কেট এবং অফিসে পড়ানো হয়, যাতে লাখো আশিকানে কোরআন ফ্রি কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই আশিকানে রাসূলের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম শিখার সৌভাগ্য অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানকে **"মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন"** এর অধিনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন কোরআনে করীম পড়ানোর সুযোগও প্রদান করছে।

অযীফা পাঠে অলসতার দ্বিতীয় কারণ এটা হতে পারে যে, সম্ভবত আমরা দ্রুত ঘাবড়ে যাই, অমুক অযীফা পাঠ করতে তো এত সময় লেগে যায়, আমার নিকট এত সময় নেই, এই দূর্বলতাকে দূর করার পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

যদি কেউ ৫ সফর কর, যেমন; টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাবে তবে সে কিছুক্ষণ পর পর সড়কে দেয়া কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখবে যে, আরো এতদূর বাকী আছে, আরো এত কিলোমিটার সফর করতে হবে, এই কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখতো থাকাতে তার এটা অনুভব হবে যে, সম্ভবত তার সফর সহজ হয়ে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে সে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

অনুরূপভাবে সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং শুরুতে কয়েকটি অযীফার জন্য কতটুকু সময় লাগে তা অনুমান করে নিন যে, অমুক অযীফা পাঠ করতে কতটুকু সময় লাগছে, যেমন; সূরা মুলকের তিলাওয়াত করতে প্রায় ৫ মিনিট লাগে, শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়ায় প্রদত্ত অযীফা সমূহে প্রতিদিনকার একটি অযীফা রয়েছে যা ৭০বার পাঠ করতে হয় এবং তা হলো " اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْه", এতে প্রায় ৪ মিনিট লাগে, ১৬৬বার "لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ" পাঠ করতে হয় (শেষে "مُحَمَّدٌرَّسولُ الله") এতে প্রায় সোয়া ৪ মিনিট লাগে, ১১১বার যদি এই দরূদ শরীফ "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করা হয় তবে প্রায় সাড়ে ৪ মিনিচ সময় লাগে। তিন কুল (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠকারীর জন্য সকল বালা থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ রয়েছে, এই অযীফা পাঠ করতে প্রায় দেড় মিনিট লাগবে। অনুরূপভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তবে অনেক অযীফা এমনও রয়েছে, যা খুবই সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ কয়েক মিনিট লাগবে, এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আশা করা যায় যে, পাঠ করাতে অটলতা নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله

অতঃপর আমরা এটাও চিন্তা করি যে, প্রতিদিন জানিনা কত ঘন্টা সময় অহেতুক কথাবার্তায় চলে যাচ্ছে, যাতে গীবতও হয়ে থাকে, অনেক মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হয়ে যাচ্ছে, মুখের অসতর্কতার কারণে মিথ্যাও বের হয়ে যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মুখের সঠিক ব্যবহার করে অধিকহারে তাঁর যিকির করার তৌফিক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা নিজের মুখের সঠিক ব্যবহার করতে চাই, তবে আসুন! এমন একটি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, যেখানে মুখের

ব্যবহার **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার মানসিকতা প্রদান করা হয়। তো আসুন! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নিজ এলাকায় যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজে সাড়া জাগিয়ে দিন। যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**।

✻ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"মাদানী মুযাকারা"** দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র কাজ সম্পর্কে জানা যায়। ✻ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ✻ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ✻ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ✻ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়। ✻ اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে **"মাদানী মুযাকারা"** দেখাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইকেও মাদানী মুযাকারা দেখার দাওয়াত দিতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এই মাদানী কাজ **"মাদানী মুযাকারা"** সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদার, বিশেষকরে সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** মজলিশের নিগরান ও সদস্যবৃন্দরা তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পাঠ করতে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে আপনারা জানতে পারবেন: ✯ ইলম না শিখার ক্ষতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**য় প্রশ্ন করার গুরুত্ব ✯ সম্মিলিত **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহনের পদ্ধতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বিস্তারিত ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শুরার মাদানী ফুল ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে সতর্কতা এবং উপকারী জ্ঞান সম্বলিত প্রশ্নোত্তর ✯ **মাদানী মুযাকারা**র ও সাংগঠনিক সতর্কতা ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** শুনার বরকতের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তির মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

ফ্যাশনের আগ্রহী সুধরে গেলো

লাইয়্যা শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মগ্ন ছিলো, নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করা, অহেতুক নিজের মূল্যবান মুহূর্ত নষ্ট করা তার স্বভাব ছিলো। **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ থেকে উদাসিন ছিলো, নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার তার **"মাদানী মুযাকারা"** শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এর বরকতে তার জীবনের পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা অসংখ্য জ্ঞানের সমাহার **"অমূল্য ভান্ডার"** কুঁড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হলো, খোদাভীতি এবং ইশকে রাসূলের কিরণে তার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, পূর্ববর্তি জীবনের প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, সুতরাং সে অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যমান মনে করে ফ্যাশনের (Fashion) ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিলো, সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং নিয়মিত নামাযের অনুসারী হওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নিলো, মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, দাড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা আলোকিত করে নিলো এবং নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য প্রতি মাসে তিনদিনের কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুযাকারা মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা যে, মাদানী মুযাকারা শুনার কারণে কিরূপ বরকত অর্জিত হয়, সুতরাং অলসতা দূর করুন এবং নিজের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা শুনার অভ্যাস গড়ুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৮টিরও বেশী বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه "মাদানী মুযাকারা মজলিশ" এর অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং মেমোরী কার্ড (Memory Cards) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** মাদানী মুযাকারা মজলিশকে আরো বরকত দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান সময়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ন্যায়

একজন কামিল আমিলকারী, আলিম ও কামিল পীর বিদ্যমান। তাঁর প্রদত্ত তাবীযাত ও অযীফা সমূহ খুবই প্রভাবময় হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর মুসলমানের কল্যাণ কামণার মহান প্রেরণার অধিনে প্রসিদ্ধ কোরআনী সূরা, দরূদ শরীফ, রূহানী ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং সুবাশিত মাদানী ফুলের চিত্তকর্ষক মাদানী পুষ্পস্তবক **"মাদানী পাঞ্জে সূরা"**, চিকিৎসার ঘরোয়া পদ্ধতি সম্বলিত মাদানী পুষ্পস্তবক **"ঘরোয়া চিকিৎসা"** এবং **আল্লাহ পাকের** মুবারক নামের বরকত সম্বলিত পুস্তিকা **"চল্লিশটি রূহানী চিকিৎসা"** এর উপহার উম্মতের জন্য প্রদান করেছেন। তাছাড়াও পুস্তিকা **"অসুস্থ আবিদ" "জীবিত কন্যাকে কুপে নিক্ষেপ করলো" "পাখি ও অন্ধ সাপ" "ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু"** এবং **"পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** কিতাবেও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অসংখ্য অযীফা লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুতরাং এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করা এবং নকল লোকের হাতে বলি হওয়ার পরিবর্তে এই কিতাব ও পুস্তিকাগুলো আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অপরকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাব ও পুস্তিকাগুলো পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে তাবীয ও অযীফা সমূহ বিপদ, চিন্তাগ্রস্ততা এবং রোগ বালাই থেকে মুক্তি প্রদানে উপকারী, তেমনিভাবে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করাও চিন্তাগ্রস্ততা ও রোগ বালাই থেকে মুক্তি লাভের একটি অনন্য অযীফা, কোরআনের তিলাওয়াতের বরকত এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কোরআন দ্বারা চিকিৎসা

এক ব্যক্তি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গলা ব্যাথা অভিযোগ করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কোরআন পাঠ করতে থাকো।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৯, হাদীস- ২৫৮০)

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার বুকে ব্যাথা। ইরশাদ করলেন: কোরআন পড়ো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ (পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অন্তরগুলোর বিশুদ্ধতা।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ইউনুস, ৫৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৬৬)

বরং কোরআনে করীম তো বিভিন্ন রোগের উত্তম ঔষধও, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ উত্তম ঔষধ হলো কোরআনে করীম। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিব, ৪/১১৬, হাদীস- ৩৫০১)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অথ্যাৎ উত্তম তাবীয হলো, যা কোন কোরআনি আয়াতের মাধ্যমে করা হয়।

১৫তম পারা সূরা বনি ইসরাঈলের ৮২ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ (পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ওই বস্তু, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।

তো কোরআনে করীম অন্তর, শরীর এবং রূহ সব কিছুর জন্যই ঔষধ স্বরূপ। যখন অনেকের বাণীও বৈশিষ্ট মন্ডিত ও উপকারী হয়ে থাকে, তবে **আল্লাহ পাকের** বাণীর ব্যাপারে আপনার ধারনা কি, যার ফযিলত অন্যান্য বাণীর উপর এমন যেমন **আল্লাহ পাক তাঁর** সৃষ্টির উপর। কোরআনে পাকে কিছু এমন আয়াত রয়েছে, যা বিশেষ রোগ এবং বিপদ দূর করার জন্যই, এই আয়াত সমূহের পরিচিতি বিশেষ লোকদেরই হয়ে থাকে। (ফয়যুল কদীর, ৩/২৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোরআনে পাকের সকল সূরার নিজস্ব ফযিলত, বিশেষত্ব এবং শান রয়েছে, যা প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, দুঃখ দুর্দশা নিরারন করে অন্তরে খুশি প্রদান করে এবং রোগ থেকে আরোগ্য প্রদানের জন্য

যথেষ্ট। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাতি জেওর"** থেকে কোরআনে পাকের কয়েকটি সূরার ফয়িলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা শ্রবণ করি:

কোরআনী সূরার ফযিলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা

✯ **সূরা ফাতিহা** ১০০বার পাঠ করে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়। ✯ **সূরা বাকারা** তিলাওয়াত করাতে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ✯ **আয়াতুল কুরসী** পাঠ করাতে অভাব দূর হয়ে যায়। ✯ **সূরা কাহাফ** সর্বদা পাঠকারী দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। ✯ পিতামাতার কবরে প্রত্যেক শুক্রবার **সূরা ইয়াসিন** তিলাওয়াত করাতে এর হরফের সংখ্যার সমান তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ✯ **সূরা দুখান** পাঠ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায়। ✯ যে মৃত্যুপথযাত্রী তার উপর **সূরা জাসিয়া** পাঠ করে দম করলে মৃত্যু ঈমানের সহিত হবে। ✯ **সূরা হুজরাত** পাঠ করা এবং দম করে পানি পান করা ঘরে কল্যাণ ও বরকতের জন্য উপকারী। ✯ **সূরা ক্বাফ** পাঠ করাতে বাগানে অধিকহারে ফল ফলে। ✯ **সূরা আর রহমান** ১১বার পাঠ করাতে সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ✯ যে ব্যক্তি প্রতিদিন **সূরা ওয়াকিয়া** পাঠ করবে, সে কখনো দারিদ্র হবে না। ✯ **সূরা মূলক** প্রতিরাতে পাঠকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। ✯ **সূরা মুযাম্মিল** ১১বার পাঠ করাতে সকল বিপদ সহজ হয়ে যায়। ✯ **সূরা মুদ্দাসসির** পাঠ করে কোরআন হিফযকারী দোয়া করলে, কোরআন করীম মুখস্ত করা সহজ হয়ে যাবে। ✯ **সূরা নাযিয়াত** পাঠ করাতে মৃত্যুকষ্ট হয়না। ✯ **সূরা দোহা** পাঠ করাতে পলাতক লোক ফিরে আসে। ✯ **সূরা আলাম নাশরাহ** যে সম্পদের উপর পাঠ করা হয়, তাতে অত্যধিক বরকত হবে। ✯ **সূরা ত্বীন** ৩বার পাঠ করাতে চরিত্র ও আচরণ উন্নত হয়। ✯ **সূরা আলাক** জোড়ার ব্যাথার ঔষধ, যে সকাল সন্ধ্যা সূরা কদর পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবে। ✯ **সূরা বাইয়্যিনাহ** হচ্ছে কুষ্ঠ এবং পান্ডু রোগের প্রতিকার। ✯ **সূরা যিলযাল** হলো কোরআনের এক চতুর্থাংশ। ✯ যে ব্যক্তি বা পশুর নযর লেগে যায় তার উপর **সূরা আদিয়াত** পাঠ করে দম করা উপকারী। ✯ **সূরা আল কারিয়া** পাঠ করাতে বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। ✯ **সূরা তাকাসুর**

৩০০বার পাঠ করাতে খুব দ্রুত ঋণ আদায় হয়ে যায়। ✯ **সূরা আছর** পাঠ করাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়। ✯ **সূরা হামযা** এবং **সূরা ফিল** শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা এবং **সূরা কোরাইশ** প্রাণের নিরাপত্তার জন্য পরীক্ষিত। ✯ **সূরা মাউন** বড় বিপদের সময় পাঠ করা উপকারী। ✯ **সূরা কাওসার** তিলাওয়াত করাতে নিঃসন্তানের সন্তান হয়ে যায়। ✯ **সূরা কাফিরুন** কোরআনের চতুর্থাংশের সমান। ✯ **সূরা ইখলাস** কোরআনে তৃতীয়াংশের সমান, এর অনেক ফযীলত রয়েছে। ✯ **সূরা ফালাক** ও **সূরা নাস** জ্বিন ও শয়তান এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাচিঁয়ে রাখে।

(জান্নাতি যেওর, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদেরও যেনো কোরআনে করীম তিলাওয়াত করার প্রেরণা নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিকির ও দরূদের ফযিলত

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! যিকির ও দরূদের কয়েকটি ফযিলত শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আপন প্রতিপালকের যারা যিকির করে এবং যারা করে না, তদের উদাহর জীবিত ও মৃতের ন্যায়। **(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/২২০, হাদীস-৬৪০৭)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদে পাক করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস-৪৮৪)** ✯ **আল্লাহ পাকে**র যিকির হলো রূহানী খাবার। ✯ **আল্লাহ পাকে**র যিকির অধিকহারে করো, **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে। **(আরাবী কে সাওয়ালাত অউর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৩ পৃষ্ঠা)** ✯ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মুরগ বলে: اُذْكُرُوااللّٰهَ يَاغَافِلِيْن অর্থাৎ হে উদাসিনরা! **আল্লাহ পাকে**র যিকির করো। **(ফয়যুল কদীর, ১/৪৮৮, ৬৯৫ নং হাদীসের পাদটিকা)** ✯ দরূদ শরীফ পাঠ করা আসলে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করার একটি অনন্য মাধ্যম। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২২ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট ফযিলত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)